ভোরের কাগজ

২৪/৩/২০০৫

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩ ...

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে টেন্ডার পদ্ধতি বিলুপ্ত হচ্ছে

তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে মূল্য ঠিক করে দেবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি

কাগজ প্রতিবেদক : বিগত বছরের পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির পুনরাবৃত্তি রোধে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। আসন্ন শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক ছাপার ক্ষেত্রে গতানুগতিক টেন্ডার পদ্ধতি বিলুপ্ত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির নির্ধারিত মূল্যেই তালিকাভুক্ত যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ পাবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করতে ১৫টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি কমিটিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুজন করে সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছে। এ পর্যন্ত মোট ৪১৯টি প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে কমিটিগুলোর কাছে আবেদন করেছে। কমিটিগুলো এসব আবেদন যাচাই-বাছাই করে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রেস সরজমিন পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সচিবের সমন্বয়ে ৪ সদস্যবিশিষ্ট এই শক্তিশালী কমিটি গঠিত। উচ্চ পর্যায়ের কমিটিটি সাব কমিটিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং তালিকাভুক্তির অনুমোদন দেবে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে সরবরাহ করবে। সাব কমিটিগুলো আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন যাচাই-বাছাই করে এ পর্যন্ত ৫০ ভাগ রিপোর্ট পেশ করেছে।

পাঠ্যপুস্তকের কাগজের মান ঠিক রাখার জন্যও বোর্ড এবার পদক্ষেপ নিয়েছে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের আবেদন জানাবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কাছে। আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজের সমুদয় মূল্য আদায়ের পর বোর্ড একটি বরাদ্দপত্র দেবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাদ্দপত্র পেশ করে কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) থেকে বোর্ডের নির্ধারিত মানের কাগজ সংগ্রহ করবে। উক্ত কাগজে বোর্ডের মনোগ্রামযুক্ত জলছাপ থাকবে। ইতিপূর্বে টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অংশের নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার প্রবণতার কারণে বোর্ড এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার ক্ষেত্রেও বোর্ড কতিপয় পরিবর্তন এনেছে। আসন্ন শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের জন্য যে পরিমাণ পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হবে তা ১৫০টি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা টেন্ডারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ গত বছরের তুলনায় ২০ থেকে ২৫ ভাগ কমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ আরো প্রতিযোগিতামূলক করার বিশ্বব্যাংকের একটি সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এ পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ দাতাসংস্থাগুলো সরবরাহ করে থাকে।